কালের কণ্ঠ

আকার বাড়ানোর চেয়ে বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জনে মনোযোগী হতে হবে

২৪ মে, ২০১৮ ০০:০০ | পড়া যাবে ১৩ মিনিটে

অ- অ অ+

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলামের জন্ম ১৯৪১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাবনার সুজানগরে। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর করে যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানকার উইলিয়ামস কলেজ থেকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এবং বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৮২ সালে জাতিসংঘে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর **ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম** সম্প্রতি কালের কণ্ঠ'র মুখোমুখি হন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ফারজানা লাবনী**

কালের কণ্ঠ : অনেকে বলছে, আগামী বাজেট নির্বাচনকালীন বাজেট হওয়ায় ভোটার সন্তুষ্টিতে মনোযোগী হবে সরকার। বাড়তি কর আরোপের চেয়ে ছাড়ের চেষ্টা থাকবে। আপনার মতে আগামী বাজেট কেমন হওয়া উচিত?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : একটি দেশের জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে সে দেশের উন্নয়নের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়। এক বছরের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি বাজেটের মাধ্যমে আগামীর পথ চলা ঠিক করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের গতিধারার সঙ্গে অতীত ও বর্তমান কর্মকাণ্ড যুক্ত করা হয়। তাই সামনে নির্বাচন আছে কি নেই, তা বিবেচনা করে বাজেট দেওয়া উচিত নয়। বরং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতিমালা অনুযায়ী হিসাব কষে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। বাজেট প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া। আমাদের দেশে এ ধারা দেখা যায় না। নির্বাচন বিবেচনায় রেখেই বাজেট দেওয়া হয়। এতে অনেক সময় উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়ে যায়।

কালের কণ্ঠ : বর্তমান সরকারকে কী কী চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে আগামী বাজেট প্রণয়ন করতে হচ্ছে?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ আগেই ছিল। এর সঙ্গে আরো কিছু চ্যালেঞ্জ যোগ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে আর্থিক খাতের সমস্যা সবচেয়ে বড়

সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে, যা বেড়েই চলেছে। শ্রেণীকৃত ঋণের মাত্রা ক্রমবর্ধমান। ব্যাংকগুলো আগ্রাসী ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হচ্ছে। ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি অনুযায়ী যে লক্ষ্যমাত্রা হওয়ার কথা তার চেয়ে বেড়েছে। ঋণ কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদারকি খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। এতে ভবিষ্যতে শ্রেণীকৃত বা অপরিশোধিত ঋণের মাত্রা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এ বিষয়ে কিছু নীতি পরিবর্তন করা হয়েছে, যা ব্যাংকিং খাতে সুশাসনের পরিপন্থী। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে একই পরিবারের সদস্যসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ব্যাংক খাতের ওপর পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে। সার্বিকভাবে ব্যাংক খাতের সমস্যা উত্তরণে কী ধরনের ব্যবস্থা নেবে সেই সম্পর্কে বাজেটে ঘোষণা থাকা উচিত।

কালের কণ্ঠ : আগামী বাজেটে কোন কোন খাতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : আগামী বাজেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এসব খাতের সঙ্গে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ চারটি খাতে বরাদ্দ বেশি রেখে তার যথাযথ ব্যয় করা সম্ভব হলে মানবসম্পদের উন্নয়ন হবে। একই সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচনে গতি আসবে। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে আগামী বাজেটে এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

কালের কণ্ঠ : আওয়ামী লীগ সরকারের গত এবং বর্তমান মেয়াদে বাজেটের আকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। আপনি কি এটি বর্তমান সরকারের সফলতা বলে মনে করেন?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : বাজেটের আকার বাড়ানো হলে ধরে নেওয়া যায়, অর্থনীতির আকার বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সফলতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ আকার বাড়ালেও বাজেট বাস্তবায়নে সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। প্রতি অর্থবছর বিভিন্ন ঘাটতিতে বাজেটের আকার সংশোধন করা হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি কাটছাঁট করছে। এসব কিন্তু সফলতার মাপকাঠি নয়। তাই আগামী অর্থবছরে বাজেটের আকার বাড়ানোর চেয়ে বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জনে মনোযোগী হতে হবে।

বাজেট বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। আগামী বাজেট প্রণয়নে গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে এসে বাস্তবায়নে কঠোরতা আনতে পদক্ষেপ নিতে হবে। বাস্তবায়নে গতি আনা না হলে অর্থনীতির গতি শ্লথ হয়ে পড়বে।

কালের কণ্ঠ : দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার অনেক ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। আপনার মতে আগামী বাজেটে এ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কী নির্দেশনা থাকা উচিত?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : সরকার বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অনেক ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার আনুপাতিক হার কমেছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক গড়হার হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা অনেক দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। দারিদ্র্য হ্রাসের গতি আরো ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় কাজ করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর বরাদ্দ সার্বিক বাজেট এবং জাতীয় উৎপাদনের আনুপাতিক হার হিসেবে ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

কালের কণ্ঠ : দারিদ্র্য বিমোচনে আরো কোনো বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কয়েকটি বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মানুষকে দক্ষ ও কর্মক্ষম শক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। এসব বিষয়ে আগামী বাজেটে দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা থাকা উচিত। বাজেট প্রণয়নের সময় মনে রাখতে হবে, দরিদ্র মানুষের নিজস্ব শ্রম ছাড়া আর কোনো সম্পদ নেই। তারা যেন সুষুমভাবে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আয় উপার্জন করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

কালের কণ্ঠ : আগামী বাজেট সামনে রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী ও এনবিআরের চেয়ারম্যান বলেছেন, আগামী বাজেটে বিনিয়োগ বাড়াতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিনিয়োগ বাড়াতে কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : কর্মসংস্থানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হলো বিনিয়োগ বাড়াতে সচেষ্ট হওয়া। সরকারি বিনিয়োগের চেয়ে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে কৌশল নিতে হবে। বাংলাদেশের বিনিয়োগ বেশ কিছু সময় থেকে নির্দিষ্ট হিসাবে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতাগুলো প্রায় সবার জানা। সুবিধামতো জমির প্রাপ্তি নেই, অবকাঠামোর দুর্বলতা, সুশাসনের অভাব এবং গ্যাস ও বিদ্যুতের সংকট। এ সমস্যাগুলো দূরীকরণের জন্য কিছু ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ এবং প্রকল্প আছে। কিন্তু সেসব বাস্তবায়নে গতি অত্যন্ত মন্থর। এ প্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা বাজেটে থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

কালের কণ্ঠ : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি আনতে সরকারের ব্যয় এবং রাজস্ব আদায় বাড়ানো প্রয়োজন। আগামী বাজেটে এ ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : অনেক পরিকল্পনা করেও সরকার আশানুরূপ ব্যয় বাড়াতে পারছে না। আমি মনে করি, সরকার এ বিষয়ে সফলতা অর্জন করতে পারছে না। সরকারের ব্যয় বাড়াতে হবে। সরকারি ব্যয় ও জাতীয় উৎপাদনের অনুপাতের হার স্থবির হয়ে আছে। অন্যদিকে অনেক দিন থেকেই রাজস্ব আহরণ ও জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত ১০ শতাংশের ধারেকাছে ঘুরছে। বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় এবং সরকারি ব্যয় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে বিশেষভাবে জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতের সরকারি ব্যয় বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। আগামী বাজেটে এসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

কালের কণ্ঠ : দীর্ঘদিন থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার করুণ দশা। বিভিন্ন উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও লোকসান থেকে বের হতে পারছে না।

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : রাষ্ট্রায়ত্ত প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান অদক্ষতা অথবা দুর্নীতির কারণে লোকসানে আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যয় মেটানোর জন্য সরকারকে নিজস্ব তহবিল থেকে ভর্তুকি এবং তথাকথিত ঋণ দিতে হয়। এই ঋণ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করেছে এমন নজির খুব একটা দেখা যায় না। এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারীকরণ অথবা অন্য কোনো পন্থায় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে কিভাবে রূপান্তর করা যায় তার একটি রূপরেখা বাজেটে থাকা উচিত।

কালের কণ্ঠ : বাজেটের আকার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রাও বাড়ানো হচ্ছে। রাজস্ব আদায় প্রতিবছর বাড়ালেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। বছর শেষে সংশোধন করতে হচ্ছে। আগামী অর্থবছরেও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ছে বলে জানা যায়।

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : বাজেটের আকার বড় করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রাও বাড়ানো হচ্ছে। বিশেষভাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে রাজস্ব আদায় বাড়াতে এনবিআরের ওপর চাপ থাকছে। লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখা হচ্ছে না এনবিআরের এ পরিমাণ রাজস্ব আদায়ে সক্ষমতা আছে কি না। বিশাল অঙ্কের এ লক্ষ্যমাত্রার ওপর নির্ভর করে বার্ষিক কর্মসূচি সাজানো হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদনির্ভর উন্নয়ন প্রকল্পের বেশ কয়েকটি মাঝপথে থেমে যাচ্ছে অথবা কোনো রকমে শেষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই বাস্তবতাহীন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ থেকে সরে আসতে হবে।

কালের কণ্ঠ : এনবিআরের রাজস্ব আদায়ে সবচেয়ে কোন খাতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : রাজস্ব আদায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে করজালের সম্প্রসারণ। অর্থাৎ আয়কর আদায়ে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। এ খাতে সরকারকে দক্ষতা দেখাতে হবে। কিন্তু বর্তমান বাজেটে এবং শোনা যাচ্ছে ভবিষ্যতেও ভ্যাট (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স) বা মূসক (মূল্য সংযোজন কর) আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা বেশি। ভ্যাট আইন ২০১২ দুই বছরের জন্য স্থগিত আছে। এতে সব খাতে অভিন্ন ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আদায়ের কৌশলও স্থগিত আছে। শোনা যাচ্ছে, আগামী বাজেটে বর্তমান ভ্যাট আইনে থেকে ভ্যাটের হার সংশোধন করা হবে। এ বিষয়ে ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের মতো দেশে কোনোভাবেই অভিন্ন ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ আরোপ করা উচিত নয়।

কালের কণ্ঠ : ভ্যাটের ১৫ শতাংশ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : ভবিষ্যতে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ নির্ধারণের বিপক্ষে আমি। ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ নির্ধারণ না করে বরং ভ্যাটের জাল সম্প্রসারণ করতে হবে। এখনো অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভ্যাটের আওতায় নেই। এসব প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটের আওতায় আনতে সক্ষম হলে ভ্যাটের হার বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না। বরং ভ্যাটের হার কম রেখে রাজস্বের বোঝা কমিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ রাখা উচিত। এতে ভ্যাট আদায় বাড়তে থাকবে, যা মোট রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভ্যাটের হার কম থাকলে সাধারণ মানুষের ওপরও রাজস্বের ভার কম হবে।

কালের কণ্ঠ : দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে বড় অঙ্কের অর্থপাচারের কথা বলা হয়। আগামী বাজেটে এ বিষয়ে সরকারের করণীয় কী বলে আপনার মনে হয়?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : আমাদের দেশের অসাধু ব্যক্তিদের পাশাপাশি অনেক সৎ ব্যক্তিও হয়রানি থেকে বাঁচতে অর্থপাচার করছেন। অসাধু ব্যক্তি দেশের কথা না ভেবে নিজের সুখ-সুবিধার জন্য অর্থপাচার করছে। অন্যদিকে কিছু সৎ ব্যক্তি আইন মেনে ব্যবসা করেও নিজেদের অর্থ প্রদর্শনে ভয় পান। কিভাবে আয় করা হচ্ছে, কোথা থেকে এসব অর্থ আসছে, অনেক সময় এসব বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। বিভিন্ন ধরনের তদন্তও হয়। এভাবে তাঁরা হয়রানিতে পড়েন। এ পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। অর্থপাচার রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। একই সঙ্গে দেশে নিশ্চিন্তে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সম্পদের মালিক হওয়া কোনো অপরাধ নয়। বরং সৎ সম্পদশালীদের দ্বারা বিভিন্নভাবে দেশের মানুষ, দেশের অর্থনীতি উপকৃত হয়। তাই অর্থ বিনিয়োগ করা হলে কোনো ধরনের হয়রানি করা হবে না—সরকারকে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে আগামী বাজেটে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এতে অর্থপাচার কমবে।

কালের কণ্ঠ : আপনি বলেছেন, বাজেট প্রণয়নের উদ্দেশ্য থাকবে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়া। অনেকে দাবি করেছে সাধারণ মানুষের স্বস্তিতে করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। কিন্তু এরই মধ্যে এনবিআরের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, আগামী বাজেটে করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানো হবে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানো কতখানি যৌক্তিক বলে আপনি মনে করেন?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : আমি মনে করি অবশ্যই করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানো প্রয়োজন। গত কয়েক অর্থবছরে এ বিষয়ে সরকার কোনো পরিবর্তন আনেনি। খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে। করমুক্ত আয়সীমা না বাড়িয়ে কম আয়ের মানুষকে কর দিতে বাধ্য করার অর্থই হলো বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া।

কালের কণ্ঠ : বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী, এনবিআরের চেয়ারম্যান করপোরেট করহার কমানোর কথা বলেছেন। আপনি কি মনে করেন এতে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : আমি মনে করি না আমাদের দেশে করপোরেট করহার খুব বেশি। আগামী বাজেটে গড়ে সব খাতে করপোরেট করহার কমানোর বিপক্ষে আমি। দু-একটি খাতে কমানো যেতে পারে। আমি মনে করি, তালিকাভুক্ত কম্পানির করপোরেট করহার কমানো হলেও তালিকাভুক্ত নয় এমন কম্পানির করপোরেট করহার কমানো উচিত নয়। আরো বেশিসংখ্যক কম্পানিকে তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন।

কালের কণ্ঠ : বন্ড সুবিধার অপব্যবহারে দেশি শিল্প লোকসানে পড়ছে। এ দুর্নীতি বন্ধে দেশি ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন থেকে দাবি জানিয়ে আসছে। এনবিআর এ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিলেও এ দুর্নীতি বন্ধ হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে আগামী বাজেটে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

ড. এ বি মির্জ্জা মো. আজিজুল ইসলাম : বন্ড দুর্নীতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনলাইনে লেনদেন ও কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে এ দুর্নীতি অনেক কমে যাবে। আগামী বাজেটে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হলে সরকার বড় অঙ্কের রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হবে।